বুধবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ১৬২

ছয় দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী চার দেশে গেলেন, তাঁর দৌত্য সফল হোক

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় মিলিত উদ্যোগ সহ এক গুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ দিনের সফরে চার দেশে গেছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি জার্মানি ছাড়াও স্পেন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স সফর করবেন। সবদিক থেকেই তাঁর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সঙ্গে এই চার দেশের সম্পর্ক বরাবরই মধুর। সেই সম্পর্ক আরও মজবুত করাই তাঁর লক্ষ্য। সোমবার তিনি বার্লিনে পৌঁছান। এই সফরে ভারত-জার্মানির সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বাস।

৬দিনে চার দেশে সফরের শুরুতেই সন্ত্রাস মোকাবিলায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানি পৌঁছেই তিনি বলেন, ইউরোপ এখন জঙ্গিদের নিশানায়। এর মোকবিলায় নেতৃত্ব দিতে হবে তাদেরই। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। জার্মানিতে তাঁর এই বক্তব্য অত্যন্ত সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। কেন না জঙ্গি মোকাবিলায় আমেরিকা এবং ইউরোপ দেশগুলিকে মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিদের নির্মূল করতে বৃহৎ শক্তিগুলি যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথই অনুসরণ করা দরকার।

তবে জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা যে মর্কেল হয়তো প্রধান মন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনিচ্ছা প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। এই ইস্যুতে তিনি ভারতকে পাশে পেতে চান। আসলে মের্কেল চতুর্থবার জার্মানের চ্যান্সেলর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাই কোনও প্রতিকূলতা না রেখে নিজের একটি বিশেষ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাইছেন তিনি। ভারতও এই জাঁদরেল মহিলার সঙ্গে আরও বেশি করে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কূটনৈতিক চাল এটাই।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ-ঠাকুরের সমাধি

শ্রীযুক্ত শশধর দু একটি বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমারা সকলে বাসরসজ্জা জেগে আছি—কখন বর আসবে! পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)—জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম—শান্ত স্বভাব; দ্বিতীয়-----অভিমান-শূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে।

"জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেকচার দিবার সময়—সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)।"

"বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎষ, পিশাচবৎ।" "বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকরৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।"

"বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য পৌপণ্ড অবস্থায় ফছকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায়।"

পণ্ডিত—"কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়?"

(শশধর ও ভক্তিতত্ত্ব কথা—জুলন্ত বিশ্বাস চাই— বৈষ্ণবদেব দীনভাব)

শ্রীরামকৃষ্ণ-----প্রভৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম! ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

"ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভালবাসে,—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বে সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;— যেমন অনুমোহদয় হলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরী নাই।"

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১০ জ্যৈষ্ঠ, **৩১ মে,** ১৬ জেঠ, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৪ রমজান।

সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৬, সূয্যাস্ত ৬।১৪।

বুধবার, যষ্ঠী দিবা ঘ ১২।৪২ মিঃয অশ্লোষনক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৪।৪২ মিঃ। ধ্রুবযোগ দিবা ঘ ৭।৯ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১২।৪২ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৫ গতে বণিজকরণ।

জন্মে—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রে ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৪২ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**----দোষ নাই, দিবা ঘ ১২।৪২ গতে একপাদদোষ।

কালবেলাদি ঘ ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৬১ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**---দিবা ঘ ৭।৯ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ৯।৫৫ গতে অপরাহ্ণ ঘ ৪।৪২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**---ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অরণ্যষষ্ঠী (স্কন্দ ষষ্ঠী)। আচারশতঃ **জামাষষ্ঠী।**

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১০ জ্যৈষ্ঠ, **৩১ মে,** ১৬ জেঠ, ৪ রমজান উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৪ বুধবার, যষ্ঠী দিবাঃ ঘঃ ১২।৪২ সেঃ শেষ ৩।১৯, ইফতার ৬।২৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অর্ধ শতাব্দী আগের নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান এবং বর্তমান সময়

আন্দোলনকারীদের পরিবারগুলি ফিরে তাকালেন অতীতে

নকশাল বাড়ির শহিদ বেদি। *ফাইল চিত্র*

হরিহর স্বরূপ

পঞ্চাশ বছর আগে যে নকশাল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল, তা কি ব্যর্থ? প্রায় পাঁচ দশক আগে ২৪ মে শান্তি মুন্ডা নিজের বছর কুড়ি বয়সে এক গরিব ভাগচাষির হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যে কৃষক উৎপাদিত ফসল থেকে বেশি পরিমাণ অংশীদারি দাবি করেছিলেন। শান্তির ১৫ মাসের শিশু ছিল তাঁর পিঠে বাঁধা। ক্ষোভে, রাগে যিনি পরপর তির ছুড়েছিলেন। এক পুলিশ সেই তিরে বিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেখানে থেকে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। যা একটি প্রজন্মকে উদ্দীপিত করেছিল।

সেই আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। সেদিনের আন্দোলনে যাঁরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের বলা হয়েছিল নকশাল। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে যেহেতু সেই আন্দোলনের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল, তাই তারই হাত ধরে এমন নামকরণ। কেমন ছিল সেই বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রতিক্রিয়া? মুন্ডা বলছেন, যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা চলে যান জেলে। তার আগে গ্রামে-গ্রামে আমরা টহল দিয়েছ। চালানো হয়েছে নানা মিশন। কখনও পুলিশকে ঘেরাও করা হয়েছে। তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কিছুতেই আমাদের বাড়িতে তাদের ঢুকতে দিইনি।

শান্তি আজও পৈতৃকগ্রামে থাকেন। নকশালবাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। মাটি আর অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। এদেশে বাম আন্দোলনের 'গ্রাউন্ড জিরো' তে বাড়িটি যেন চরম অবহেলার শিকার হিসাবে অবস্থান করছে। তিনি বলছেন, 'জমিকে ঘিরে বঞ্চনা আজও বিদ্যমান। সরকার জমিদারদের জায়গায় অন্যদের এনেছে।' ওই অঞ্চল আজও ভীষণভাবে গরিব। জমির মালিকানা আজও অনেকের নেই। তার সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার।

সেদিন তাঁর পাশে বন্ধু বা কমরেড হিসাবে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অন্যতম লীলা মজুমদার ছিলেন চারু মজুমদারের স্ত্রী। যে চারুবাবু ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। কিন্তু, তাঁকে ঘিরেই আন্দোলন আন্দোলিত হয়েছিল। দার্জিলিং-এর পাদদেশ থেকে গাড়িতে এক ঘণ্টার দূরত্ব শিলিগুড়িতে ছিল যাঁদের বাস। লীলাপুত্র অভিজিতের মতে, তাঁর মা ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী। তিনি বলেছেন, মায়ের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন। অজস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি কখনও বাবাকে বা সেই আন্দোলনকে দোষারোপ করেননি। যে বুর্জোয়া পরিবারে চারুবাবুর জন্ম, সেই পৈতৃক বাড়িতে বসেই অভিজিৎ এমন দাবি করলেন।

১৯৬৯ সালে চারুবাবু আত্মগোপন করেন। কলকাতা ও অন্যত্র খুনোখুনি শুরু হয়। তাঁর আন্দোলন পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা মাথাচাড়া দেয়। ধরা পড়ার পর ১৯৭২ সালে তাঁকে ছাড়া হয়। কিন্তু, তার ১২ দিনের পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে, আধাসামরিক বাহিনীর ঘেরাটোপে, কোনও বহিরাগতকে সেখানে ঢুকতে না দিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে। অভিজিতের বয়ানে, মাকে বাবার দেহ শিলিগুড়িতে আনতে দেওয়া হয়নি। আমাদের জোর করে হিন্দু আচার মানতে বাধ্য করা হয়।

সেই সময়ের আরেক বিদ্রোহী সিমিতে কর্মকার। উত্তরবঙ্গে বহু আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহকারী।

সেদিন দ্রুত ভেঙে পড়া আন্দোলনের স্মৃতিচারণে বলেছেন, বহু বিপত্তি পেরিয়ে আমার কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। পুরুষরা দিনে ঘুমাতো বলে মহিলাদের কাজ ছিল পাহারা দেওয়া। বহু প্রাণ আমরা বাঁচিয়েছি। কয়েক দশক পরে পুরনো দিনের সেই ব্যর্থ বিদ্রোহের স্মৃতিই এখন তাঁদের সঙ্গী।

পঞ্চাশ বছর পরে নকশালবাড়ি আবারও যেন গাঝাড়া দিয়েছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এক যুবককে সম্প্রতি মাদক পাচারের অভিযোগে পাকড়াও করে। কিন্তু, ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বলছেন, যদি ওই বাহিনীর লোকজন ফের গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে, তার ফল ভাল হবে না। যদিও এমন দাবির সময়েও তাঁদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। কারণ, সেদিনের নকশালবাড়ির উত্থান আজ স্রেফ ইতিহাস। তার মুখ্য চরিত্রদের অন্যতম চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালরা মৃত। সেখানকার বাসিন্দারা এমন কাউকে আর পাচ্ছেন না, যাঁকে ঘিরে দাঁড়ানো যায়। স্মৃতি এখন ধূসর। যদিও ক্ষত অনেক গভীরে।

নকশাল নেতা চারু মজুমদার। *ফাইল চিত্র*

পুলিশ ইনস্পেক্টর সোনম ওয়াংদি ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলনের শিকার হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সেই আন্দোলনের প্রথম বলি। কিন্তু, সেই পুলিশ অফিসারের স্ত্রী লাহদম ওয়াংদির মতে, সেইসব মৃত্যুই ছিল অর্থহীন। কারণ, আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষকেই মারা হয়েছিল। তাঁর স্বামীকে যখন মারা হয়, তখন তিনি ছিলেন অন্তঃস্বত্ত্বা। সেই মৃত্যুতে আন্দোলনকারীদের কোনও লাভ হয়নি। কিন্তু, তাঁর কাছে সে ছিল এক বিপুল ক্ষতি। ৮১ বছরের সেই বৃদ্ধা মাসে মাত্র ১৩০০ টাকা পেনশন পাচ্ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতে অতি সম্প্রতি যা বেড়ে হয়েছে তিন হাজার টাকা। তিনি পেশায় ডাক্তার। যন্ত্রণাময় স্মৃতি ভুলতে শিলিগুড়ির বাড়ি ছেড়ে দুই সন্তানকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন দার্জিলিং। তাঁর স্বামীকে রাষ্ট্রপতি পদক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দ্রুত প্রশাসন তা ভুলেও গিয়েছিল। তাঁর শহরে এক ছোট রাস্তা কেবল সোনমের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

৫০ বছর পরে নকশাল বাড়িতে ফের অনেকে আসছেন। কৃষক আন্দোলনের অর্ধ শতাব্দীর উপলক্ষে বহু বাম নেতা ও কর্মীদের আগমন ঘটছে ওই ছোট্ট শহরে। কিন্তু, তাঁদের মধ্যেও একটি প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েছে, ঠিক কবে নকশালবাড়ি দিবস? স্থানীয় নেতাদের মধ্যেও যে প্রশ্ন দ্বিধা তৈরি করেছে। এক অংশ মনে করে, ২৫ মে হল সেই দিন, যেদিন ১১ জন কৃষক ও উপজাতি মানুষ পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। অন্য অংশের মতে, কৃষক বিদ্রোহের কারণে এক পুলিশ অফিসারের মৃত্যু যেহেতু হয়েছিল ২৪ মে, তাই সেটাই আসল দিন।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন

দেবকী জৈন

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন সামাজিক নীতি রূপায়ণের ফলে দরিদ্র মহিলারা কতটা উপকৃত হচ্ছেন বা ভবিষ্যতে হতে পারেন সেটা যাচাই করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। গোড়াতেই উল্লেখ করতে হয়, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও দুর্গম পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলাদের সামাজিক চাহিদা পূরণের পূর্বশর্ত হিসাবে তাঁদের উৎপাদনশীল কাজকর্ম ও পরিবার-পরিবেশে তাঁদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি ও মান্যতা দেওয়ার বিষয়টি আলোচ্য নিবন্ধে সর্বতোভাবে সমর্থন করা হয়েছে। পরিবার ও গোষ্ঠীজীবনে পরিবর্তন সাধনে মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের অবদানকেও ছাপিয়ে যায়। সামাজিক নীতির অন্যতম অবলম্বনস্বরূপ মহিলাদের এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। গতানুগতিক সামাজিক নীতিতে অবশ্য মহিলাদের অন্য চোখে দেখা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা দুর্বল ও সহায়তার মুখোপেক্ষী, তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ইচ্ছা কম এবং সাধারণভাবে তাঁরা পুরুষসমাজ বা বহির্বিশ্বের অধীনস্থ। দারিদ্র পীড়িত পরিবারগুলিতে বাস্তব চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম।

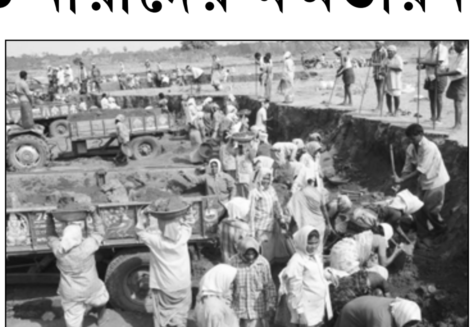

পরিবারের মধ্যে নানান ক্ষেত্রে, যেমন----জল, জ্বালানি, খাদ্য, সেবাশুশ্রুষার মতো মৌলিক চাহিদার সংস্থানে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য। দুর্ভিক্ষের মতো গভীর সংকটের দিনে অথবা খরাকবলিত এলাকায় যখন খাদ্যের অভাবে হাহাকার--সেই সময় মহিলারাই ত্রাণকর্মীর ভূমিকা নিয়ে বনবাদাড় থেকে ফলমূল, গাছের শিকড়, শাকপাতা জোগাড় করে পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

এই প্রেক্ষিতেই পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে মহিলাদের অসামান্য ভূমিকাকে ভিত্তি করে সামাজিক সহায়তা প্রদান নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত সেনও তাঁর একটি লেখায় মানুষকে কেবল 'ভোক্তা' বা চাহিদাপ্রার্থী হিসাবে গণ্য না করে তাকে পরিবর্তন সাধনের কারিগর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুযোগ পেলে এই মানুষই তার চিন্তা, মূল্যায়ন, সঙ্কল্প, প্রেরণা ও প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম।

মহিলাদের জন্য যুগোপযোগী সামাজিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক অন্তরায় রয়েছে। প্রথম বাধা, বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির অভাব। এর আগে, গত শতকের সত্তর দশকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর তার ভিত্তিতে নীতি প্রণীত হতো। তখনকার নীতির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলিতে মহিলাদের একাংশ স্বল্পতর সক্ষম, যেমন---দুস্থ, বিধবা ইত্যাদি শ্রেণিভুক্ত হতেন। ধরে নেওয়া হতো এই মহিলাদের জন্য অবশ্যই সমাজ কল্যাণমূলক পরিষেবা জোগানো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারী আন্দোলনের প্রবক্তারা কয়েক দশক ধরে চেষ্টা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও সমাজে মহিলাদের অবদানকে আরও বেশি ফলপ্রসু ও উৎপাদনমুখী করে তোলা এবং তাঁদের জন্য আর্থিক পুরস্কার তথা আর্থ-সামাজিক সহায়তাদানের সংস্থান রাখার ওপরও।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই দাবি আরও প্রমাণসিদ্ধ ও জোরদার হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে যে, শিশুসন্তান পালন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা এবং ঘরগেরস্তালির কাজে মহিলাদের ভূমিকাকে শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়াই নয় এর আর্থিক মূল্যায়নও হওয়া দরকার এবং এইসব কাজে ব্যয়িত সময়ের নিরিখে তাঁদের অর্থমূল্যও দেওয়া উচিত। দিনের অধিকাংশ সময় এসব কাজে নিযুক্ত থাকার দরুন মহিলারা ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের মতো অর্থ উপার্জনের সুযোগ পান না, তাই ওই দাবির যৌক্তিকতা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

মহিলাদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, মহিলারা যেসব কাজে জড়িত থাকেন তার সামগ্রিক মূল্য নির্ধারিত ও সংযোজিত করা হলে তাদের শ্রমের সংজ্ঞাও আর ব্যাপকতর হবে।

এজন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজকে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক মানের করতে হবে। সমীক্ষা চালানোর প্রচলিত পদ্ধতিতে পারিবারের প্রধান উপার্জনকারীর স্থান পেয়ে থাকেন পুরুষরা, মেয়েদের স্থান পরিপূরক আয়ের সূত্র অথবা অন্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসাবে। যদিও ইতোমধ্যেই ভারত-সহ বিশ্বের নানান দেশে মহিলাদের কাজে নিযুক্ত থাকার সময় এবং অর্থনৈতিক অবদানের ভিত্তিতেও সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

হকিতে ভারতের খ্যাতি বাড়িয়েছিলেন ধ্যানচাঁদ সিং

ইকেট এই নামটা থেকেই হকি খেলার নামটা এসেছে। আর হকি খেলার কথা বলতে এলেই মনে কী পড়ে না। এক সময় ছিল, যখন হকি খেলাটাকে শাসন করত ভারত। সেদিন অবশ্য এত দেশ খেলত না। তবে যারা ছিল, তারা হকির সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখে ভালই খেলত। সেদিন ভারতকে হারিয়ে বিজয়ী হবে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না অন্যদেশগুলো। তাই অলিম্পিকের আসরে এসে ভারত ১৯২৮ সালে থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতবর্ষকে সোনা এনেদিতে ভুল করত না। সেদিন হকি খেলার মাধ্যমেই ভারতকে বা ভারতবর্ষকে সম্মান এনে দিয়ে সম্মান দিতে প্রতিটি খেলোয়াড় মাঠেতে লড়াই করা ছাড়া আর কিছুই জানত না। তাই বারবার বিপক্ষ দলকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্মানটা এনে দিত। এখানো যাকে হকির জাদুকর হিসাবে চিহ্নিত করেছিল সমগ্রবিশ্ব। তিনি ধ্যান সিং নামেই এসেছিলেন। তার আগে তিনি যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন দিনের আলো চলে যেত। তাই তিনি রাতের যে চন্দ্র উঠত সেই চাঁদের আলোতে প্র্যাকটিস করার দরুন। তিনি ধ্যানচাঁদ সিং নামটা পেয়ে ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ভারত সরকার পদ্মশ্রীকে ভূষিত করেছিল ধ্যান চাঁদ সিংকে এই পুরস্কার তিনি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের হাত থেকে নিয়েছিলেন। আবার এই হকি খেলার জন্য অতিরিক্ত সময় ধার্য করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালে রোমের অলিম্পিকে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ছিল ১-০ গোলে। সেই ম্যাচটা ছিল ছিল অতিরিক্ত সময়ের প্রথম খেলা আবার এই হতি খেলার সঙ্গে পিতা ও পুত্রের ভূমিকা রয়ে গেছে ধ্যানচাঁদ সিং ১৯২৪, ৩২ ও ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছে আবার অশোক কুমার ১৯৭২ সঙ্গে ১৯৭৭ সালে ভারতীয় দলে খেলেছিলেন উভয়ের পরিচয় প্রথমজন পিতা। দ্বিতীয় জন পুত্র। সেই হকি অলিম্পিকের আসরে এসে ১৯৭৩ সালে গোল করে ছিল ইউ.এস.এ-এর বিরুদ্ধে। ধ্যান চাঁদ সিং ৮ টা গোল করেছিলেন। আর তার ভাই রুপসিতে ১১ খানা গোল করেছিল। খেলাটা হয়েছিল ১১ আগস্ট ১৯৩২ সালে এবং এই তারিখটা যে একটা ইতিহাস বহন করে যাচ্ছে। বাংলা দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন হিসাবে স্মরনীয় হয়ে আছে।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

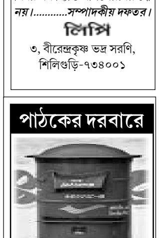

চিঠি পাঠান
লিপি
৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়